সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার
৮টি ভিত্তি

17-Sept- 2026

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

For Overses brothers



সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ৮টি ভিত্তি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত 5
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
পাশে বসা ব্যক্তিও দুর্ভাগা থাকে না 5
নিসবত উপকার দেয় 7
কাদেরী হওয়ার ফাযায়িল 8
সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ৮টি ভিত্তি 9
(১): কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ 10
নাফরমান ধ্বংস হয়ে গেল 11
মুসলমানের উপর প্রত্যেক অবস্থায় ৩টি কাজ আবশ্যক 12
(২): দ্বিতীয় ভিত্তি: কলবে সালিম 13
মানুষের মধ্যে উত্তম কে? 14
(৩): তৃতীয় ভিত্তি: দানশীলতা 14
একজন পেরেশানগ্রস্ত গরীবের মনজয় 15
(৪): চতুর্থতম মৌলিকত্ব হলো: কল্যাণকামিতা 16
পঞ্চম ভিত্তি: কাউকে কষ্ট না দেওয়া 19
স্ত্রী তাৎক্ষণিক আরোগ্য লাভ করলেন 19
ভাল ও মন্দ চেনার উপায় 20
ষষ্ঠতম ভিত্তি: কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা 21
জান্নাতে প্রবেশাধিকার মিলে গেল 21
সপ্তম ভিত্তি: ক্ষমা করা 22
(৮): অষ্টম ভিত্তি: ফকর 22
নেক আমল নম্বর ৫৪ এর তাকিদ 23
বায়আত হওয়ার মাদানী ফুল 24
ঘোষণা 25

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 27
(৬) দরূদে শাফায়াত: 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং 29
বায়আত হওয়ার অবশিষ্ট মাদানী ফুল 29
যেকোনো কাজ উত্তমভাবে সম্পন্ন হওয়ার দোয়া 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 34
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 35
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 35

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

(আরবায়ীনে আত্তার, পর্ব: ২, পৃ: ৪, হাদিসে পাক নম্বর ৪:)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنَ عَنْ اُمَّتِي السَّلَامَ অর্থাৎ জমিনের উপর কিছু ফেরেশতা ঘুরাফেরা করে যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

(ইবনে হাব্বান, পৃ: ৩৫১, হাদিস: ৯১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাশে বসা ব্যক্তিও দুর্ভাগা থাকে না

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: একদিন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুল্লাহ বিন

রাওয়াহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর মাঝে বয়ান করছিলেন। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটা দেখে খুব খুশি হলেন আর বলেন: যখন তোমাদের কোনো দল বসে তখন সেটার সাথে ততো সংখ্যক ফেরেশতাও বসে যায়, যদি তোমাদের দল سُبۡحَانَ اللّٰہ বলে ওই ফেরেশতারাও سُبۡحَانَ اللّٰہ বলে, যদি তোমরা اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলো ওই ফেরেশতারাও اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বলে আর যদি তোমরা اَللّٰہُ اَکۡبَر বলো তবে সেই ফেরেশতারাও اَللّٰہُ اَکۡبَر বলে। এরপর ওই ফেরেশতারা স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে উপস্থিত হয় অথচ আল্লাহ পাক তাদের চেয়েও বেশি জ্ঞাত, ফেরেশতারা বলে: হে আমাদের রব! তোমার বান্দারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে তো আমরাও তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করেছি, তারা তোমার মহানত্ব বর্ণনা করেছে তো আমরাও তোমার মহানত্ব বর্ণনা করেছি, তারা তোমার হামদ করেছে তো আমরাও তোমার হামদ করেছি। এতে আল্লাহ পাক বলেন: হে ফেরেশতারা! সাক্ষী হয়ে যাও! আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।

ফেরেশতারা বলে: তাদের মধ্যে অমুক বান্দা তো পাপী। আল্লাহ পাক বলেন: তারা এমন এক দল যাদের পাশে বসা ব্যক্তিও দুর্ভাগা থাকে না। **(মাজমাউল বাহরাইন, পৃ: ১৯২, হাদিস: ৪৫২০)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! যারা আল্লাহ পাকের যিকির করে, নেক কাজ করে, যিকির ও দরুদের মাহফিল সজ্জিত করে, তারা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে ۞ তাদের বসা ব্যক্তি যতই বড় গুনাহগার হোক না কেন, তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হয় ۞ তাদের সংস্পর্শে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিও বঞ্চিত ও দুর্ভাগা থাকে না। যেখানে তারা যিকির ও দরুদের মাহফিল সজ্জিতকারীদের এই মর্যাদা সুতরাং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আউলিয়ায়ে কেরাম যাদেরকে

দেখার দ্বারাই আল্লাহর কথা স্মরণ আসে, তাঁদের সংস্পর্শের কী অবস্থা হবে ۞ তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিরা ۞ তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তিরা ۞ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যক্তিদের কেমন কেমন বরকত নসীব হবে।

নিসবত উপকার দেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা তো اَلْحَمْدُ لِلّٰه মান্যকারী ۞ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আল্লাহ পাকের একজন মহান ওলী, আমরা এটাও মান্য করি ۞ আল্লাহ পাকের দরবারে ওলীদের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে, আমরা এটা মান্য করি ۞ আল্লাহ পাক তাঁর ওলীদের সদকায় তাঁর গুনাহগার বান্দাদের ক্ষমা করে দেন, আমরা এটাও মান্য করি, অবশ্য! কারো অন্তরে কুমন্ত্রণাও আসতে পারে যে, শুধুমাত্র ওলীদের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা রাখার কারণে গুনাহগার বান্দাদের ক্ষমা কিভাবে হতে পারে? সুতরাং একটি আয়াত ও হাদিসে মুবারকা শুনে নিন! আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

(পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াত: ১১৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

এই আয়াতে কারীমায় দেখুন! ঈমানদারগণ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এরপর তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এরপর বলেছেন: সত্যবাদীদের সাথে থাকো!

প্রশ্ন হলো এটা যে, যখন ঈমানও মিলে গেছে, তাকওয়াও অর্জন করে নিয়েছে, এখন সত্যবাদীদের সঙ্গ কী দরকার? প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে

লিখেন: সত্যবাদীর সাথে থাকার একটি হিকমত হলো এটা যে, (এই সত্যবাদীরা তো ক্ষমা প্রাপ্ত, এরা তো মর্যাদাবান, এমন আমল ওয়ালা যে, কিয়ামতের দিন তাদের থেকে কোনো হিসাব নেওয়া হবে না, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে, এর সাথে সাথে) যেই সৌভাগ্যবানরা তাদের সাথী হবে, তাদেরও বেশি হিসাব হবে না, কঠিন কোনো হিসাব নেওয়া হবে না বরং এই সত্যবাদীদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ১১, সূরা: তাওবা, আয়াতের পাদটীকা: ১১৯, ১১/১১৫)**

কাদেরী হওয়ার ফাযায়িল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন পীরদের পীর, ওলীদের ওলী। তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। শায়খ আলী বিন হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কোনো পীরের মুরিদ এতো সৌভাগ্যবান নয়, যতো সৌভাগ্য গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদের হয়ে থাকে। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৯২)**

۞ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিয়ামত পর্যন্ত আমার বন্ধু, মুরিদ ও প্রিয়জন যারাই বিপদে পড়বে, আমি তার হাত ধরবো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৯৬)** ۞ এক স্থানে বলেন: আল্লাহ পাকের ইজ্জতের কসম! আমার হাত আমার মুরিদের উপর এমনই, যেমন আসমান জমিনের উপর রয়েছে, যদি কোনো কারণে আমার মুরিদ উচ্চ মর্যাদার নাও হয় তবে আমি তো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৯৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাদেরী হওয়ার অনেক উপকার রয়েছে ۞ اِنْ شَآءَ الله হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্ক রাখার বরকত হলো এটি যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তাঁর মুরিদদের তাওবা নসীব হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার পরামর্শ হলো, যদি আপনি কোনো কামিল পীরের কাছে বায়আত না হয়ে থাকেন আর এসব বরকত অর্জন করতে চান তবে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীতে বায়আত হয়ে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদের মধ্যে শামিল হয়ে যান! اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতে এটার বরকত নসীব হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও কাদেরী সিলসিলায় বায়আত করিয়ে থাকেন, একইভাবে আপনার সোহরাওয়ার্দী, নক্সবন্দী ও চিশতিয়া তরিকায় বায়আত ও খেলাফত এর অনুমতি রয়েছে তবে হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি অন্যান্য সিলসিলায় নয় বরং শুধুমাত্র কাদেরী সিলসিলায় বায়আত করিয়ে থাকেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পরিপূর্ণ শর্ত সম্পন্ন, যদি আপনি এখনো পর্যন্ত কোনো পীরের মুরিদ না হয়ে থাকেন তবে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরিদ হয়ে যান! اِنْ شَآءَ الله কাদেরীয়া সিলসিলার ফয়যান জারী হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ৮টি ভিত্তি

রেওয়ায়েতে রয়েছে: হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাহজাদা আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন: বৎস! আমার এই তরিকা (অর্থাৎ সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া) এই (৮টি বিষয়) এর উপর নির্ভরশীল: (১): কিতাব ও সুন্নাত (২): হৃদয়ের নিরাপত্তা (৩): দানশীলতা (৪): কল্যাণকামী (৫): অপরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো (৬): রাস্তা

থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা (৭) স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের ভুলত্রুটি মাফ করে দেওয়া (৮): দরিদ্রতা ও অমুখাপেক্ষীতা অবলম্বন করা।

(কুতুবে বাগদাদ, পৃ: ৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হলো সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার ৮টি মৌলিক বিষয়, অর্থাৎ যে-ই কাদেরী, যে-ই আশিকে রাসূল হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে নিজের সম্পর্ক মযবুত করতে চায়, তাঁর ফয়যান পেতে চায়, তার উচিত এই ৮টি কাজ অবশ্যই করা।

(১): কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ

তার উচিত যে জীবনের মূল ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতের উপর রাখা। হাদিসে পাকে রয়েছে: اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম কালাম হলো আল্লাহ পাকের কিতাব, কুরআনে কারীম এবং সবচেয়ে উত্তম হেদায়েত হলো হেদায়েতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬/২৬৪, হাদিস: ১৫৩৭১)

এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যে, নিজের জীবনের কার্যাদির মূল ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতের উপর রাখা। আজকাল এটা বড় সমস্যা হয়ে গিয়েছে যে, আমাদের সমাজের লোক নিজেদের জীবনের কার্যাদির মূল ভিত্তি প্রচলিত রীতিনীতির উপর রাখে, খুব কমই লোক রয়েছে যারা তাদের যেকোন কাজের পূর্বে শরয়ী দিকনির্দেশনা নিয়ে থাকে, নতুবা শুধুমাত্র এটা দেখা হয় যে, প্রচলিত রীতি কি? আমি এই কাজটি করলে লোকে কী বলবে, না করলে লোকেরা কী বলবে। বরং সত্য বলি তো কথা পুরনো হয়ে যাবে। এখন তো স্যোশাল মিডিয়ার যুগ, এখন অনেক যুবকেরা এটাও চিন্তা করে না যে, লোকে কী বলে: মানুষের কথা চিন্তা করার কি দরকার, যা বলার বলুক, আমরা আমাদের জীবন নিজেদের মত কাটাবো, ফ্যাশন বলে

ছেড়াফাটা প্যান্ট পড়বো, বেপর্দা হতে হবে, শুধুমাত্র টাকা কামানোর জন্য, মিথ্যা সম্মানের জন্য ঘরের পর্দার মহিলাদেরকে স্যোশাল মিডিয়ার সৌন্দর্যতা বানাবো, আমাদের দ্বীনে ইসলাম এই বিষয়টির অনুমতি কবে দিয়েছে কিন্তু কী বলবেন, লোকে কী বলবে, এখন তো এরচেয়ে পরের ধাপে অগ্রসর হয়েছে যে শরীয়ত যা-ই বলুক, বলতে থাকুক, লোকে যা বলছে, বলুক, আমরা নিজেদের ইচ্ছেমত চলবো, নিজেদের প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে থেকে গুনাহের জালে ফেসে যাবো। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰه।

নাফরমান ধ্বংস হয়ে গেল

আল্লাহ পাক আমাদের পরিস্থিতির উপর দয়া করুক। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মনে রাখবেন! মুসলমান প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকে। হাদিসে পাকে রয়েছে: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আমার এবং আমার আনিত দ্বীনের দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেন সেটা একজন ব্যক্তি, সে তার জাতিকে বলে: লোকেরা! অনেক বড় একটি সৈন্যদল তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, আমি তাদেরকে আমার নিজের চোখে দেখেছি, হে আমার জাতি! মুক্তির চেষ্টা করো! এখন জাতিরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল (১) একদল তো ওই ব্যক্তির কথা মেনে নিল এবং সৈন্যদের কাছ থেকে রেহায় পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। (২) দ্বিতীয় দলটি মানল না, ওই ভয় প্রদর্শনকারীকে অস্বীকার করল, এখন কী হলো সৈন্যরা পৌঁছে গেল আর সেই অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করে দিল। ব্যস এটাই হলো আমার আনুগত্যকারী ও অমান্যকারীদের উপমা (যারা আমার অবাধ্যতা করেছে, আমার আনিত দ্বীনের অনুসরণ করেছে, তারা ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে যাবে আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে, আমার আনিত দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা বরবাদ হয়ে যাবে)। **(বুখারী, ১৭৬৩ পৃ:, হাদিস: ৭২৮৩)**

اللہ! اللہ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দেখুন কেমন স্পষ্ট উদাহরণ। ۞ অনেক সময় লোকদের ফ্যাশনের বিষয়টা বোধগম্য হয় কিন্তু শরীয়ত বুঝে আসে না ۞ নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার কথা বুঝে আসে, দ্বীনি বিষয়াদি বুঝে আসে না, মনে রাখবেন! আজই সময়, আমাদের উচিত দ্বীন ও শরীয়তকে আমার পথ প্রদর্শক বানিয়ে নেওয়া, যদি এই সুযোগ চলে যায়, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام চলে আসেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, রুহ বের হয়ে যায়, তখন আর সুযোগ থাকবে না, যদি আজকে প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে থাকেন তবে আল্লাহ না করুক! কবরে ফেসে যাবেন, অতঃপর ধ্বংস হয়ে যাবেন। এজন্য আজই সময়, কুরআন ও সুন্নাতকে নিজের পরিচালক বানিয়ে নিন! নিজের প্রতিটি কাজের মূল ভিত্তি সমাজের উপর নয়, নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার উপর নয় বরং দ্বীন ও শরীয়তের উপর রাখুন! যেকোন কাজ করার পূর্বে শরয়ী নির্দেশনা নেওয়ার অভ্যাস গড়ে নিন!

মুসলমানের উপর প্রত্যেক অবস্থায় ৩টি কাজ আবশ্যক

হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রত্যেক অবস্থায় (অর্থাৎ দিন হোক বা রাত, শীত হোক বা গরম, খুশি হোক বা শোক, ব্যস্ততা হোক বা অবসর সময়, মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেক সতেজ থাকবে, শ্বাস চলছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানের উপর) ৩টি বিষয় আবশ্যক: (১) اَمْرٌ يَمْتَثِلُهٗ শরীয়তের হুকুম যে, তার উপর আমল করা (২) نَهْيٌ يَجْتَنِبُهٗ শরীয়তের নিষেধকৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা (৩) قَدْرٌ يَرْضٰى بِهٖ তাকদীরের উপর সর্বদা রাজি থাকা।

হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: ۞ মুসলমানদের নগন্য অবস্থা এটা যে, সে যেকোন সময়েও এই ৩টি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি

থেকেও খালি হবে না ۞ তার হৃদয় এই ৩টি বিষয়ের দৃঢ় ইচ্ছা করতে থাকবে ۞ বান্দা নিজে নিজেকে ৩টি বিষয় বর্ণনা করতে থাকবে ۞ এবং নিজের অঙ্গাদিকে সবসময় এর মধ্যে মশগুল রাখবে। **(ফাতুহুল গাইব, পৃ: ১৭)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২): দ্বিতীয় ভিত্তি: কলবে সালিম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার দ্বিতীয় ভিত্তি হলো কলবে সালিম। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ ﴿۸۸﴾ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۹﴾

(পারা: ১৯, সূরা: শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যেদিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে আর না সন্তান-সন্ততি। কিন্তু সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হয়েছে (পবিত্র) বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

প্রতীয়মান হলো; কিয়ামতের দিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে আর সন্তান-সন্ততি, কিয়ামতের দিন কলবে সালিম তথা পবিত্র অন্তরই কাজে আসবে। কলবে সালিম মানে কি? * ওই হৃদয় যা কুফর ও শিরক থেকে পবিত্র * যেই হৃদয়ে বদ-আকিদা থাকবে না * ওই হৃদয় যেটা অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে পবিত্র হয় * যার মধ্যে না ঘৃণা থাকে * আর না বিদ্বেষ * দুনিয়ার ভালোবাসা থাকে না, এমন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী কিয়ামতের দিন সফল হবে।

মানুষের মধ্যে উত্তম কে?

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম: اَیُّ النَّاسِ اَفۡضَلُ؟ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? বললেন: كُلُّ مَخۡمُوۡمِ الۡقَلۡبِ، صَدُوۡقِ اللِّسَانِ প্রত্যেক ওই বান্দা যে مَخۡمُوۡمُ الۡقَلۡبِ সত্যবাদী যবানের অধিকারী। সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان বললেন: হে আল্লাহ পাকের রাসূল! صَدُوۡقُ اللِّسَان (অর্থাৎ সত্য যবান ওয়ালা) কাকে বলে, এটা তো আমরা জানি, مَخۡمُوۡمُ الۡقَلۡب কে? বললেন: ওই মুত্তাকী লোক যার উপর কোন গুনাহ নেই, তার হৃদয়ে না অনিষ্টতা থাকবে আর না হিংসা থাকবে, এবং বিদ্বেষও থাকবে না।

(ইবনে মাজাহ, পৃ: ৬৮৪, হাদিস: ৪২১৬)

বোঝা গেল; ۞ যার যবান সত্যবাদী হয় ۞ মিথ্যা বলে না এবং যার হৃদয়ে হিংসা থাকে না ۞ বিদ্বেষ থাকে না ۞ আর না হিংসার জ্বালা থাকে ۞ ওই বান্দা বড়ই ফযিলত ওয়ালা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ۞۞۞ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩): তৃতীয় ভিত্তি: দানশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার তৃতীয় মৌলিকত্ব হলো দানশীলতা। একবার হুযুরে গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর নিজের মাদ্রাসায় বয়ান করলেন, এতে তিনি বললেন: হে সম্পদশালীরা! যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও তবে নিজেদের সম্পদের মাধ্যমে গরীবদেরকে সাহায্য করো! এরপর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি হাদিসে পাক বললেন: **(ফাতহুর রব্বানী, পৃ: ১২৭)** আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন:

মানুষ আল্লাহ পাকের পরিবার সদৃশ (অর্থাৎ বান্দা), আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয় হলো সে, যে আল্লাহ পাকের পরিবারকে বেশি সহযোগিতা করে।

(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/১৫৯, হাদিস: ২৪)

একজন পেরেশানগ্রস্ত গরীবের মনজয়

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন খিযর হোসাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হতে বর্ণিত, একদিন হুযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দৃষ্টি একজন পেরেশানগ্রস্ত ফকিরের দিকে পড়ল, একজন মুসলমানকে দুঃখ ও পেরেশান অবস্থায় দেখে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অস্থির হয়ে গেলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন: مَا شَأْنُكَ অর্থাৎ তোমার কী হয়েছে? ফকির উত্তর দিল: হুযুর! আমি দাজলা নদীর ওপারে যেতে চাই কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই, মাঝি টাকা ছাড়া আমাকে নৌকায় নিতে রাজি হচ্ছে না। মাঝির এই টাকার চিন্তাই আমার মন ভেঙ্গে গিয়েছে যে, যদি আমার কাছে টাকা থাকতো তাহলে আমাকে এই হতাশায় পড়তে হতো না।

বর্ণনাকারী বলেন: ফকির ব্যক্তিটি তখনো তার কথা শেষও করতে পারেনি, এমন সময় এক ব্যক্তি গাউসে পাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরবারে উপস্থিত হলো। সে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে একটি থলে উপহার হিসেবে পেশ করল। সেই থলেতে ৩০টি দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) ছিল। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই ৩০টি দিনারের পুরো থলেটি ওই দরিদ্র লোকটিকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন: “এই সব কয়টি দিনার মাঝিকে দিয়ে দাও এবং তাকে বলো, সে যেন ভবিষ্যতে কোনো দরিদ্র মানুষকে নদী পার করে দিতে অস্বীকার না করে।” **(বাহজাতুল আসরার, ১৯৯ পৃ:)**

(৪): চতুর্থতম মৌলিকত্ব হলো: কল্যাণকামিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার চতুর্থ ভিত্তি হলো কল্যাণকামিতা। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের সৃষ্টিজগতের জন্য সর্বদা কল্যাণ ও ভালো কিছু কামনা করা; কারো প্রতি যেন আমাদের অন্তরে মন্দ চিন্তা না আসে, আমরা কেবল সবার জন্য কল্যাণেরই আকাঙ্ক্ষী হব। হাদিস শরীফে এসেছে: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের উপকার করে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়াইয ওয়ার রিকাক, খণ্ড: ৮, অংশ: ১৬, পৃ: ৫৪, হাদিস: ৪৪১৪৭)

উপকারী মানুষ হয়ে যান!

আমি আপনাদের একটি অত্যন্ত চমৎকার হাদিস শরীফ শোনাচ্ছি। সাহাবি ইবনে সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এই হাদিসের বর্ণনাকারী। তিনি বলেন: একদিন আমরা প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর রহমতপূর্ণ দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان -কে একটি প্রশ্ন করলেন, বললেন: اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ অর্থাৎ "গাছসমূহের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার পাতা ঝরে পড়ে না এবং তার দৃষ্টান্ত একজন মুসলমানের মতো; তোমরা বলো, সেটি কোন গাছ?"

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان চিন্তা করতে লাগলেন (যে, এমন কোন গাছ হতে পারে যার পাতাও ঝরে পড়ে না এবং যার দৃষ্টান্ত একজন মুসলমানের মতো? একেকজন এক এক রকম চিন্তা করছিলেন, আবার কেউ অন্য রকম চিন্তা করছিলেন)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: আমার মনে এই প্রশ্নের উত্তর এসে গিয়েছিল (কিন্তু আমি

তখন ছোট ছিলাম এবং আমার চেয়ে বয়সে বড় সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেখানে উপস্থিত ছিলেন), তাই তাঁদের লজ্জাবোধ ও সম্মানের কারণে আমি উত্তর দেইনি। পরিশেষে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই এর উত্তর দিয়ে দিলেন: هِيَ النَّخْلَةُ অর্থাৎ "এটি হলো খেজুর গাছ।"

(বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাব: কাউলুল মুহাদ্দিস: হাদ্দাসানা আও আখবারানা ওয়া আনবাআনা, পৃ: ৮৮, হাদিস: ৬১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা একটি হাদিস শরীফ শুনলাম, যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন একটি গাছের কথা উল্লেখ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত একজন মুসলমানের মতো। আর সেই গাছটি কোনটি? খেজুর গাছ।

ওলামায়ে কেরাম এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আর তা হলো, খেজুর গাছের মধ্যে এমন কী বিশেষত্ব রয়েছে? প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন একে মুসলমানের মতো গাছ বললেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেন: খেজুর গাছ হলো সার্বিকভাবে কল্যাণ ও ভালো কিছুর প্রতীক। এর প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি উপাদান উপকারী ও লাভজনক: ۞ খেজুরের পাতা দিয়ে পাটি (মাদুর) তৈরি করা হয় এবং এগুলো থেকে দড়িও বানানো হয়। ۞ খেজুরের গুঁড়ি খুঁটি বা স্তম্ভ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। ۞ একইভাবে খেজুরের বিচিরও অনেক উপকারিতা রয়েছে; এটি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং গুঁড়ো করে সেবন করলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকেও অত্যন্ত উপকারী। ۞ আর খেজুর সেটি তো অত্যন্ত উপকারী একটি ফল! ফলসমূহের মধ্যে খেজুরকে সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর ও উপকারী ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। ۞ বহু রোগের জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী। ۞ এটি কফ বের করে দেয় এবং মুখের শুষ্কতা দূর করে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, খেজুর গাছের উপকারিতাই কেবল উপকারিতা। ঠিক একইভাবে একজন মুমিন বান্দার উদাহরণও এমনই মুমিন বান্দাও কেবলই উপকারী হয়, তার কোনো ক্ষতি বা অনিষ্ট থাকে না; সে কেবল অন্যদের উপকারই করে। **(উমদাতুল কারী, কিতাবুল ইলম, বাব: কাউলুল মুহাদ্দিস...ইত্যাদি, খণ্ড: ২, পৃ: ২০, হাদিস: ৬১-এর অধীনে (সংক্ষেপিত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমান; কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো! আমরা কি আমাদের মুসলমান ভাইদের জন্য উপকারী? আমরা কি আমাদের মুসলমান ভাইদের শুভাকাঙ্ক্ষা করি? আফসোস! এখন তো অন্যদের মন্দ চাওয়া হয়। হ্যাঁ! সত্যি বলছি: ۞ যে কল্যাণ চায়, সে কি গীবত বা পেছনে নিন্দা করে? অথচ আমাদের সমাজে গীবত তো একেবারেই সাধারণ বিষয়! ۞ যে কল্যাণ চায়, সে কি চোগলখোরী (পরনিন্দা/ সংবাদ আদান-প্রদান করে ফ্যাসাদ সৃষ্টি) করে? আমাদের এখানে তো চুগলখোরীও ব্যাপক হয়ে গেছে! ۞ যে অন্যের কল্যাণ চায়, সে হিংসা করে না। ۞ যে কল্যাণ চায়, সে বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করে না। ۞ যে কল্যাণ চায়, সে খোঁটা দেয় না। ۞ যে কল্যাণ চায়, সে কেবল নিজের স্বার্থ দেখে না; বরং অন্যদের উপকারের কথা ভাবে। কিন্তু এখন কেবল নিজের ফায়দা দেখা হয়, অন্যদের চিন্তা করার মতো মানুষ তো হাতে গোনা কয়েকজনই আছে। হায়! আমরা যদি অন্যদের কল্যাণ কামনাকারী হতে পারতাম। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পঞ্চম ভিত্তি: কাউকে কষ্ট না দেওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার পঞ্চম ভিত্তি হলো: كَفُّ الْاَذٰى অর্থাৎ অন্যদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং মানুষকে কষ্ট থেকে রক্ষা করা। এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিত্তি। এটি ছাড়া কোনো বান্দা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাই আমাদের উচিত আমরা যেন সর্বদা অন্যদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে রক্ষা করে চলি। যে বান্দা অন্যদের কষ্ট থেকে রক্ষা করে, আল্লাহ পাক তার ওপর অশেষ কৃপা বর্ষণ করেন।

স্ত্রী তাৎক্ষণিক আরোগ্য লাভ করলেন

ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার আমার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এমনকি তার অবস্থা দেখে পরিবারের সদস্যরা মনে করেছিলেন এটিই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। আমিও ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। এমন সময় আমি অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: "অমুক গর্তে একটি মাছি আছে, যেটিকে একটি বড় মাছি ধরে রেখেছে; তুমি সেই মাছিটিকে ছাড়িয়ে দাও, আমি তোমার স্ত্রীকে আরোগ্য দান করব।" ইমাম শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গর্তের কাছে গেলাম। দেখলাম সেটি খুবই সরু একটি ছিদ্র ছিল। আমি একটি খড়কুটো বা কাঠি সেই ছিদ্রের ভেতর ঢুকালাম। সত্যিই সেখানে একটি মাছি ছিল, যাকে অপর একটি বড় মাছি মুখে চেপে ধরে রেখেছিল। আমি মাছিটিকে মুক্ত করা মাত্রই আল্লাহ পাক আমার স্ত্রীকে পূর্ণ সুস্থতা ও শেফা দান করলেন।

(লাওয়াকিহুল আনওয়ারিল কুদসিয়্যাহ, আল-আহদুস সাবেউ ওয়াস সাবউনা বাদাল মিআহ, খণ্ড: ১, পৃ: ৫৭৪)

سُبْحٰنَ اللّٰه! একটি ছোট মাছিকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার প্রতিদানে যদি এমন কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ হয়, তবে ভেবে দেখুন! যখন আমরা আল্লাহ পাকের বান্দাদের কষ্ট থেকে রক্ষা করব, তখন আমরা কত না ফযিলত ও বরকত লাভ করব!

ভাল ও মন্দ চেনার উপায়

একদা রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -কে বললেন: "আমি কি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ লোক সম্পর্কে অবহিত করব না?" সবাই চুপ রইলেন। তিনি ৩ বার এই প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করলেন। তখন এক ব্যক্তি আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ লোক কারা, তা আমাদের জানিয়ে দিন!" তিনি বললেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যার নিকট থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকা যায়; আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে-ই, যার নিকট থেকে কল্যাণের কোনো আশা করা যায় না এবং যার অনিষ্ট থেকেও নিরাপদে থাকা যায় না।" **(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, পৃ: ৫৪৪, হাদিস: ২২৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি সার্বজনীন নীতি জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের নিজেদেরই ভেবে দেখা দরকার আমরা কি এমন যে, মানুষ আমাদের থেকে কল্যাণের আশা রাখে এবং আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে? যদি তা-ই হয়, তবে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা উচিত; আর যদি তা না হয়, তবে ভয় করা উচিত!

ষষ্ঠতম ভিত্তি: কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার ষষ্ঠতম ভিত্তি হলো: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। এটিও অত্যন্ত চমৎকার ও সাওয়াবপূর্ণ একটি আমল। হাদিস শরীফে এসেছে: "ঈমানের সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে; তার মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলা, আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।"

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: বায়ানু আদাদি শুআবিল ঈমান...ইত্যাদি, পৃ: ৩৯, হাদিস: ৫৮)

এটি খুবই সহজ একটি আমল, আমাদের উচিত এই কাজটি করা। রাস্তায় চলার পথে দেখলেন কোনো পাথর পড়ে আছে, কাঁটা আছে অথবা ফলের খোসা রয়েছে যার কারণে কারো পিছলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তবে সেটি সেখান থেকে সরিয়ে দিন!

জান্নাতে প্রবেশাধিকার মিলে গেল

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "এক ব্যক্তি কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন সে রাস্তায় একটি কাঁটাদার ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ পাক ওই বান্দার এই কাজটি পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

(মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাব: ফজলি ইজালাতিল আজা আনিত তারিক, পৃ: ১০১১, হাদিস: ১৯১৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰه! কতই না চমৎকার আমল! আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব নেক কাজ গ্রহণ করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সপ্তম ভিত্তি: ক্ষমা করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার সপ্তমতম ভিত্তি হলো: ক্ষমা ও মার্জনা করা। কেউ যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদের কষ্ট দিয়ে ফেলে, আমাদের মন ভেঙে দেয়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। এর বিনিময়ে বহু বরকত লাভ হবে। হাদিস শরীফে এসেছে: "যে ব্যক্তির শরীরে কোনো কষ্ট পৌঁছাল আর সে তাকে (অর্থাৎ কষ্টদানকারী মুসলমানকে) ক্ষমা করে দিল, আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহসমূহ মুছে দেন।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দিয়াত, বাব: মা জাআ ফিল আফবি, পৃ: ৩৫৮, হাদিস: ১৩৯৩)

(৮): অষ্টম ভিত্তি: ফকর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়ার অষ্টমতম ভিত্তি হলো "ফকর"। এখানে ফকর বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: ফকর হলো ৪টি বিষয়ের নাম: (১) মাশায়িখের (অর্থাৎ আউলিয়া কেরাম, কামিল পীর এবং আশিকে রাসূল ওলামায়ে কেরামের) ইজ্জত ও সম্মান করা এবং তাঁদের বিয়াদবি থেকে বেঁচে থাকা। (২) নিজের পীর ভাইদের সাথে নেক ও উত্তম আচরণ করা। (৩) ছোটদের উপদেশ দেওয়া এবং তাদের সাথে কল্যাণকামিতা অব্যাহত রাখা। (৪) পার্থিব ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করা।

(কুতুবে বাগদাদ, পৃ: ৬৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাদেরী, আর যদি কাদেরী সিলসিলায় বায়আত নাও হয়ে থাকি, তাহলেও আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আমরা গাউসে পাকের আশিক। এগুলো হলো কাদেরী সিলসিলার

৮টি ভিত্তি: (১) প্রতিটি কাজ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী (শরীয়তের দিকনির্দেশনায়) করা। (২) অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখা। (৩) দানশীলতা। (৪) কল্যাণকামিতা। (৫) অন্যদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করা। (৬) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। (৭) ক্ষমা ও মার্জনা করা। (৮) এবং ফকর অর্থাৎ ওলামা ও মাশায়িখদের সম্মান করা, পীর ভাইদের সাথে উত্তম আচরণ করা, ছোটদের প্রতি স্নেহ করা এবং পার্থিব ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করা। আমাদের উচিত আমরা যেন এই ৮টি কাজই নিয়মিত পালন করি। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফয়েয ও বরকত নসীব হবে, তাঁর সাথে নিসবত (সম্পর্ক) মযবুত হবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে তরিকা বা আধ্যাত্মিক পথে উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হবে। আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল নম্বর ৫৪ এর তাকিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার ৮টি ভিত্তি সম্পর্কে শুনলেন। এর মধ্যে একটি ভিত্তি হলো মুসলিমদের সাথে কল্যাণকামিতা করা এবং তাঁদের কষ্ট না দেওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে অন্যদের সাথে কল্যাণকামিতা করা এবং মুসলিমদের কষ্ট না দেওয়ার খুব সুন্দর শিক্ষা ও তাগিদ দেওয়া হয়। তাই আজ, বরং এখনই এই দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে ১২টি দ্বীনি কাজে বাস্তবভিত্তিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত ছড়িয়ে দিন।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত "৭২টি নেক আমল"-এর মধ্যে ৫৪ নম্বর নেক আমলটি হলো: আপনি কি আজকে (ঘরে ও বাইরে) ঠাট্টা-মশকরা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মন কষ্ট দেওয়া এবং উচ্চস্বরে হাসা (অর্থাৎ খিলখিল করে হাসা) থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন? (মনে রাখবেন! শরয়ী বিনা কারণে কোনো মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ।) এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইখলাসের সাথে নেক আমল করার এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার তাওফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বায়আত হওয়ার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, বায়আত হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি: ❁ দুনিয়াতে কোনো সালেহ (নেককার) ব্যক্তিকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেওয়া উচিত, চাই শরীয়তে তাকলীদ করে হোক বা তরিকতে বায়আত হয়ে, যাতে হাশর বা পুনরুত্থান ভালো মানুষদের সাথে হয়। **(আদাবে মুর্শিদ কামিল, পৃ: ১৩)** ❁ ঈমান হেফাযতের একটি মাধ্যম হলো কোনো কামিল মুর্শিদের কাছে মুরিদ হওয়া। **(আদাবে মুর্শিদ কামিল, পৃ: ১২)** ❁ শর্তপূরণকারী (জামে শরীয়ত ও তরীকত) শায়খের হাতে বায়আত হওয়া মুসলমানদের ধারাবাহিক সুন্নাত, এবং এতে দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত উপকার ও বরকত রয়েছে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৭৫)** ❁ পীর মূলত আখিরাতের বিষয়ের জন্যই গ্রহণ করা হয়, যাতে তাঁর দিকনির্দেশনা ও আত্মিক মনোযোগের বরকতে মুরিদ আল্লাহ পাক ও তাঁর

রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে বেঁচে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক মাদানী কাজ অনুযায়ী নিজের দিন-রাত অতিবাহিত করতে পারে। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ: ১৩)** ۞ যে ব্যক্তি কোনো শর্তপূরণকারী শায়খের হাতে বায়আত হয়েছে, তার অন্য কারো হাতে বায়আত হওয়া উচিত নয়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৭৯)** ۞ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হওয়ার মধ্যে ঈমানের সুরক্ষা, মৃত্যুর পূর্বে তাওবার তাওফিক, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের মতো মহান উপকার বিদ্যমান। **(ফিকরে মদীনা, পৃ: ১৬১)** ۞ মুরিদ হওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করা উচিত নয়। **(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃ: ২২)** ۞ একজন মুরিদের দুজন শায়খ (পীর) হতে পারে না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৮০)** ۞ যার কোনো পীর নেই, তার পীর হলো শয়তান।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৭৫)

ঘোষণা

বায়আত হওয়ার অবশিষ্ট মাদানী ফুলগুলো তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, তাই সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً

دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

বায়আত হওয়ার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

❁ যে মুরিদ দুই পীরের মাঝে যৌথ বা দ্বিধাগ্রস্ত থাকে, সে সফল হয় না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/১৩৬)** ❁ যে পীর সুন্নী, সহীহ আকিদার আলিম, ফাসিক নয় এবং তাঁর সিলসিলা (ধারাবাহিকতা) শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সংযুক্ত তাঁর হাতে বায়আত হওয়ার জন্য মা-বাবা কিংবা স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৪)** ❁ চিঠির মাধ্যমে বায়আত হওয়া যায়। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৫)** ❁ প্রতিনিধি (বার্তাবাহক) কিংবা চিঠির মাধ্যমে মুরিদ হওয়া সম্ভব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৫)** ❁ পীরের কাজ ও কথার ওপর আপত্তি (প্রতিবাদ) করা চরম হারাম এবং উভয় জাহানের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৮)** ❁ মুরিদ যে ফয়েয বা আধ্যাত্মিক উপকার পায়, তা বাহ্যিকভাবে যেকোনো বুযুর্গ বা মাযারের বুযুর্গের কাছ থেকেই আসুক না কেন তা নিজের কামিল মূর্শিদেরই ফয়েয বলে মনে করা উচিত। **(আদাবে মূর্শিদে কামিল, পৃ: ৯৮)** ❁ মুরিদের সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত; কারণ সামান্য অসাবধানতা ও বিয়াদবি দ্বীন ও দুনিয়ার এমন বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে, যার হয়তো আর ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে না। **(আদাবে মূর্শিদে কামিল, পৃ: ৭০)** ❁ হযরত যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন কোনো মুরিদ আদবের খেয়াল রাখে না, তখন সে আবার সেখানেই ফিরে যায় যেখান থেকে সে তার পথ চলা শুরু করেছিল।" **(আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, বাবুল আদব, পৃ: ৩১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেকোনো কাজ উত্তমভাবে সম্পন্ন হওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "যেকোনো কাজ উত্তমভাবে সম্পন্ন হওয়ার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اُفَوِّضُ اَمۡرِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ

অনুবাদ: আমি আমার কাজ আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। **(ফয়যানে দোয়া, পৃ: ২৬৩)**

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি?

১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয়

করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে

আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد